রাহেলার ভোটের বাক্স ও ডঃ মোমেন

কুদ্দুস খান

লন্ডন টাইমস ও ইকনোমিষ্টে খবর এসেছে, সিরিয়া ইরাকের সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। সিরিয়ার বিদেশ মন্ত্রী ইরাকে। আমেরিকার প্রাক্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেটস জেমস বেকার ও হেনরি কিসিঞ্জার ইরানের সাথে কথা বলতে শুরু করেছেন। এসকল প্রশ্নের উপরই আমি আলোকপাত করছিলাম। আসলে আমি মধ্যপ্রচ্যের কিছু সমস্যা নিয়ে কাজ করছিলাম। সেই মুহুর্তেই রাহেলার টেলিফোন রিসিভ করলাম। রাহেলার আজ ছুটি, ভিন্নমত অফিসে আসতে চান। রাহেলার এই মুহুর্ত্তে আসতে চাওয়া মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ইরানের সহিত আমেরিকানদের যোগাযোগের বিষয়টিও তলিয়ে দেখতে হবে-এটা নিয়েই কাজ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রাহেলার ভিন্নমত অফিসে আসার উত্তেজনা এরানো আমার পক্ষে সম্ভব হল না। তাকে না বলার শক্তি ও সাহস দুটোই লোভ পেল। আমি টেলিফোনটি ধরে ঠায় দাড়িয়ে থাকলাম, এক অজানা আমেজ সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হতে থাকল। টেলিফোনে রাহেলার চিৎকার শুনেই আমার হুস হল। আমি বললাম ,'' তা বেশ, আস, আস। আসার আগে তোমার বাসার কাছের দোকান থেকে জাঙ্কু চিকেন নিয়ে এসো।'' জাঙ্কু চিকেন আরমানিয়ান ষ্টাইলে, আরমানিয়ান মসলায় পাকানো আস্ত মুরগী।

'' বাংলাদেশে রাজনৈতিক হাওয়া বদলাতে শুরু করেছে, বির্তকিত সি ই সি আজিজ বিদায় নিয়েছেন। নির্বাচন ভাল ভাবেই হবে বলে মনে হচ্ছে।'' রাহেলা চেয়ারে বসতে বসতে কথাগুলো শেষ করলেন। রাহেলা কি বলছেন সেটা বড় কথা নয়, তিনি কথা বলছেন এবং তার বলার ডঙটিই বড় কথা। রাহেলা ঢাকাইয়া মেয়ে হলেও তার রাচনভঙ্গী আকর্ষনীয়, আমেরিকান ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় সেক্সি। আমি জানিনা আমাদের পাঠককুল সেক্সি কথাটি সহিত পরিচিত কিনা। সেক্সি কথাটা আমেরিকায় খুব ব্যবহৃত হয়। সেক্সি কথাটি সামাজিক মুল্যায়ন- কথাটির সহিত সেক্সের কোন সম্পর্ক নেই। সেক্সি কথার আমেরিকান পরিভাষা হচ্ছে সৌন্দর্য্য। আমি বললাম '' বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছু নেই। দু পার্টিকে নির্বাচনের বিষয়ে এক হতে হবে তবেই নির্বাচন সম্ভব।'' রাহেলা বললেন, '' দেশ সে ডিরেকশনে যাচ্ছে।'' রাষ্ট্রপতি মোটামুটি নিরপেক্ষতা মেনে চলতে চেষ্টা করছে।'' আমার কথাটি মেনে নিতে কষ্ট হল। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন নিরপেক্ষ হয় কি করে? - তিনি তো বি এন পির মনোনিত ও বি এন পির সময়ের রাষ্ট্রপতি। আমি জানিনা রাহেলা আমার মনের কথাটি পড়তে পারছেন কিনা! আমার চুপকরে থাকা দেখে তিনি বললেন, '' রাজনীতিতে সম্পুর্ন নিরপেক্ষতা আশা করা ঠিক না।

সম্পুর্ন নিরপেক্ষতা সোনার পাথর বাটি। তবে রাষ্ট্রপতি আওয়ামীলীগ ও বি এন পির দুপক্ষের কথা শুনেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।'' কথাটি বলতে বলতে রাহেলা তার গ্রীবাটি আমার দিকে ফেরালেন। তার গ্রিবা ফেরানোর ডঙটি সুচিত্রা সেনের ''সাগরিকার'' কথাই আমাকে মনে করিয়ে দিল। মুহুর্ত্বেই রাহেলাকে আমার মনের কোঠায় সুচিত্রা সেনের আসনে বসাতে মন চাইল। নিজেকে উত্তম কুমার ভাবতে ইচ্ছে হলেও, উত্তম কুমার ভাবতে সাহস হয়নি। শুনেছি উত্তম কুমারের চারিত্রিক মানদন্ড খুবই উন্নত ছিল। আমার মত হ্যাংলা পুরুষ ছিলেন না। মাঝে মাঝেই নিজেকে খুবই হ্যাংলা মনে হয়। হ্যাংলা না হলে রাহেলার প্রতি এই বাড়তি আকর্ষন কোথা থেকে এলো?

রাহেলা বললেন, '' বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আমার মোমেন ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে।'' আমি বললাল, '' মোমেন ভাই কি ভাবছেন?'' রাহেলা বললেন, '' মোমেন ভাই মনে করেন, রাষ্ট্রপতি মনোনিত এডভাইজারগন মুটি-মুটি ভালই, তাদের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের শ্রদ্ধা রয়েছে। তারা চাইলে নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে পারেন।'' কথাটি আমার বিশ্বাস হয়নি। মোমেন ভাই অর্থাৎ ডঃ মোমেন এ কথা বলতেই পারেন না। ডঃ মোমেন বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক। তিনি মাঝে মধ্যেই ভিন্নমতে লেখা পাঠিয়ে থাকেন। সে সূত্রেই পরচয়। মাঝে মধ্যেই বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে ডঃ মোমেনের সাথে কথা হয়। তিনি বাংলাদেশের বহু বছর চাকুরী করেছেন। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের সাথে অনেক দিন কাজ করেছেন। কাজেই বাংলাদেশের রাজনীতির উপর তার ফার্ষ্ট হ্যান্ড অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবুও রাহেলার কথা আমি মানতে চায়নি। আমি বললাম, '' বাংলাদেশের এডভাইজারগন সকলেই বি এন পি দ্বারা পরিচালিত। বাজারে জোর গুজব রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন প্রতি রাতেই নাকি খালেদা জিয়ার কাছ থেকে ব্রিফিং নিয়ে থাকেন। খালেদা জিয়ার ইচ্ছা মতোই তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।'' আমার কথা শেষ হয়ার আগেই রাহেলা চিৎকার করে উঠলেন। তিনি বেশ উচ্চ স্বরেই বললেন, '' সম্পাদক তোমার সাথে কথা বলা যায় না। তুমি আওয়ামীলীগের হয়ে কাজ করছে। এ সবই আওয়ামীলীগের অপপ্রচার।'' আমি প্রমাদ গণলাম। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসলে বা না আসলে আমার কিছু আসে যায় না। আমি বাংলাদেশ থেকে অনেক দুরে অবস্থান করছি। কিন্তু রাহেলা রাগ করে চলে গেলে অনেক কিছু আসে যায়। রাহেলা বদ-মেজাজি মহিলা-বা মহিলা মাত্রই বদমেজাজি হয়। এক বার রাগ হলে দুমাস হয়তো আমার টেলিফোন তুলবেনই না। নিজেইও টেলিফোন করবেন না। তাতে আমার ভোগান্তির এক শেষ হবে।

আমি খানিকটা আপসের সুরে বললাম, '' গণতন্ত্রের অর্থ যদি বাক স্বাধীনতা হয়। সুইট হার্ট তা হলে, আমার কথা বলার অধিকার টুকু তুমি কেড়ে নিচ্ছ কেন? আমি শুধু আমার চিন্তাটিই প্রকাশ করছি।'' তিনি উত্তেজিত কণ্ঠেই বললেন, '' আমার জানা আছে তোমাকে কেউ পটিয়ে এ কথা শিখিয়ে দিয়েছে। নিজের বুদ্ধিতে তুমি কখনো এমন কথা বলতে পার না। আমাদের রাষ্ট্রপতি এক জন শিক্ষিত লোক। তাকে ছোট করে কথা বলার অধিকার তোমার নেই।'' আমি রাহেলাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারলান না। আমি শুধু কথার পিঠে কথা বলেছি, তাতে আমার দোষ কোথায় ? তখনই ডঃ এস আর খানের কথা মনে হল তিনি একবার বলেছিলেন বাংলাদেশের নাগরিকগন সবসময়েই তাদের নিজের চিন্তা ধারাকেই সঠিক মনে করেন। গণতন্ত্রে নিজের প্রধান্য বলতে কিছু নেই। গণতন্ত্র মানেই কম্প্রমাইজ। সঠিক বেঠিক বলে কথা নেই। সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা, প্রয়োজনে ডিবেট করা। ডিবেট শেষে মিডল গ্রাউন্ড বার করে, সে মিডল গ্রাউন্ডের সিদ্ধান্ত মেনে চলা। তবু এসব আদর্শের কথা বলার সাহস আমার হয় নি, পাছে রাহেলা গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে

চলে যান। আমি ডিবেট হারতে রাজী আছি কিন্তু রাহেলাকে হারাতে রাজি নই।

রাহেলা আর আমার সম্পর্ক নিয়ে আছিব ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি। আছিব ভাই নারী চরিত্র খুব ভাল বোঝেন। আছিব ভাই ১৭টি প্রেম করেছেন এবং ১৮ জনের মাথায় ভাবীকে বিয়ে করে আমারিকায় পারি জমিয়েছেন। তিনি আমার সব কথা শুনে পরামর্শ দিয়েছেন, রাহেলাকে একটি ফিলিংস দিতে হবে —সব ডিবেটেই যেন রাহেলা বিজয়ী হন। তা হলে নাকি আমার বিজয় হবে। রাহেলাকে আমি আমার করে পাব। আমি আছিব ভাইকে ঠিক বুঝাতে পারিনি, রাহেলাকে আমি আপন করে চাই বটে কিন্তু কি ভাবে চাই সেটা আমার জানা নেই। আমি সাহস করে রাহেলার খুব কাছা কাছি দাড়িয়ে বললাম, " তা হলে ডঃ ইয়াজউদ্দিন আর্মি দের নির্বাচনী কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়েই কি নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে চান? রাষ্ট্রপতি নিজে আর তার এডভাইজারগন তো আর প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্র পাহারা দেবেন না।" রাহেলা তার ডান হাতের কনুই দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললেন, " মোমেন ভাই নির্বাচনে আর্মি ব্যাবহার করার বিরোধী।" আমি বললাম, " তা হলে কি করে হয়? এলাকার ডি সিরা সকলেই বি এন পির পক্ষে তারা যদি ব্যালট বক্সে আগেই থেকেই কিছু ভোট ভরে রাখেন তা হলে কি হবে?" আমি ভেবেছিলাম প্রশ্নটি জটিল। এই প্রশ্নের মাধ্যমেই রাহেলাকে কুপে-কাত করা যাবে। কিন্তু ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন হয়নি, রাহেলা মোটেই ঘাবরাননি। তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, " নির্বাচন যে অফিসাররা সচারচর পরিচালনা করে থাকেন তারাই যথেষ্ট, শুধু তাদের আইডিয়া দিতে হবে কারচুপির অভিযোগ হলে চাকুরী চলে যাবে।ট্র্যান্সফার করা হবেনা, বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে।।" আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, রাহেলা আসলে কি বলতে চাচ্ছেন। আমারা মাথাটি চক্কর দিতে থাকলো। মনে মনে ভাবলাম এই ডঃ মোমেনই যত অনষ্টের মুলে। তার সংগে রাহেলার পরিচয় করে দেওয়া ভুল হয়েছে। তার কাছ থেকে ভাল ভাল কথা শিখে আমার উপর টেক্কা মারছেন।

আমি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললাম," আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলা। কথাটা কি বলতে চাচ্ছ?" তিনি গ্রিবা নাড়িয়ে আমার দিকে এক পা অগসর হয়ে বললেন, " ডি সিদের প্রধান শক্তিই হচ্ছে চাকুরী। এই চাকুরী যাবার ভয় থাকলে তারা সৎ ভাবেই কাজ করবে। শুধু তাদের বলে দেয়া নির্বাচনে কারচুপি হলে ডি সি গিরি নেই। তা হলেই হবে।" আমি বললাম, "আমারও একটি আইডিয়া আছে, ভোটের বাক্সটি সাদা প্লাসটিকের হতে হবে। যাতে করে বাক্সের ভিতরের সককিছু দেখা যায়। ভোট গ্রহনের পুর্বে বাক্সটি সকলের সম্মুখে দেখালেই হবে, বাক্সে কিছু নেই, বাক্স খালি।" আমার কথা শুনে রাহেলাকে বেশ উৎসাহী মনে হল। তিনি উত্তেজিত হয়েই বললেন, " তা হলে মোমেন ভাইকে বুদ্ধিটি বলতে হয়।" আমি জানিনা রাহেলা মোমেন ভাইকে কথাটি বলেছিল কিনা? - ও নিয়ে আমার বিশেষ আগ্রহও নেই। আমি খুশি, আমি যে প্রমান করতে পেরেছি আমরার বুদ্ধি রাহেলার চেয়েই ঢের বেশী। তা না করতে পারলে আমার ইন্টেলেকচুয়াল পোদ্দারি মাঠে মারা যেত। রাহেলা অবশ্য আর একটি সাজেসন দিয়েছিলেন। আমি জানি না এটাও মোমেন ভাইয়ের কাছ থেকে ধার করা বুদ্ধি কিনা। যাহোক তিনি বলেছিলেন ভোট পর্ব শেষ হলে ঐ সেন্টারেই সব পার্টির সম্মুখে ভোট গণনা শেষ করে ভোটের সংখ্যার একটি ঘোষনা দেয়া ভাল। তাতে সব পার্টিই জানতে পারল ঐ সেন্টারে কে কত কত ভোট পেয়েছে। রাহেলার ধারণা এই পদক্ষেপ গুলি মেনে চলতে পারলেই নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব হবে। রাহেলার বুদ্ধি দেখে আমি খুবই উত্তেজিত হয়েছিলাম। ইচ্ছা হয়েছিল জাড়িয়ে ধরে একটু ভালবাসা দেখাই কিন্তু সাহস করে উঠতে পারি নি।